ফ্যাক্ট শীটঃ ধান উৎপাদনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

দুর্যোগ পরিচিতি

বাংলাদেশের কৃষকেরা বিভিন্ন সময়ে ও এলাকাভেদে এক বা একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হন। এসবের মধ্যে বন্যা, অতিবৃষ্টি, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, কালবৈশাখী ও শিলাবৃষ্টি, লবণাক্ততা, ভূমি ক্ষয়, পলিজমা, টর্নেডো, অতিরিক্ত ক্ষতিকারক পোকামাকড়, রোগবালাই, অতিরিক্ত তাপমাত্রা ইত্যাদি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যপ্রণালী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। তবে দুর্যোগ-পূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রমকে সু-পরিকল্পিত ও সমন্বিত করার মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বহুলাংশে কমিয়ে আনা যেতে পারে। আর এর জন্য দরকার সম্মিলিত কর্মপ্রয়াস ও সমন্বিত কার্যক্রম প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন। এখানে কয়েকটি দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

বন্যা

ধান উৎপাদনে বন্যা মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন বন্যা পূর্ববর্তী সতর্কতা, বন্যা কালীন কিছু কাজ ও বন্যা পরবর্তী যথাযথ কৃষি পুনর্বাসন; যেমন-

১. যথাযথভাবে ফসল সংরক্ষণ : ক্ষেতের আইলে বেড়া বা বৈঞ্চা লাগানো, ফসল সংগ্রহ ও কৃষি উপকরণ সংরক্ষণে যত্নবান হতে হবে।

২. আগাম বোরো ও আউশ ধান চাষ : আগাম ঢল বা বন্যা প্রবণ এলাকায় স্থানীয় ও উফশী জাতের আগাম পাকা ও স্বল্প মেয়াদের বোরো চাষাবাদ ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা কমিয়ে আনতে পারে।

৩. শিষ পাকা পর্যায়ে ব্রি ধান২৯ ও ব্রি ধান৩৬ এর জলমগ্নতা সহ্য করার ক্ষমতা আছে।

৪. বন্যা পরবর্তীতে আমনে অধিক বয়সের চারা ঘন করে লাগানো যেতে পারে।

বন্যার পরে অধিক বয়সের ধানের চারা রোপণ

খরা

- ফসল উৎপাদন বিবেচনায় খরিপ, রবি এবং প্রাক-খরিপ মৌসুমে খরা মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে :

- মাটির গভীরে বীজ বপন
- বৃষ্টির সাথে সমন্বয় রেখে বীজ বপন
- পূর্বে ভিজানো বীজ বপন
- মাটিতে রস থাকতে বিনা চাষে/ন্যূনচাষে বীজ বপন
- জৈব সার প্রয়োগ ও মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া
- মিতব্যয়ী পদ্ধতিতে পানি সেচ
- মাটির আস্তর ও কৈশিক নালি ভেঙে দেওয়া
- সম্পূরক সেচ
- আউশ মৌসুমে বিআর২৪, বিআর২৬, বিআর২৭, ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান৪৩, ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৫৫ আবাদ করা যেতে পারে।

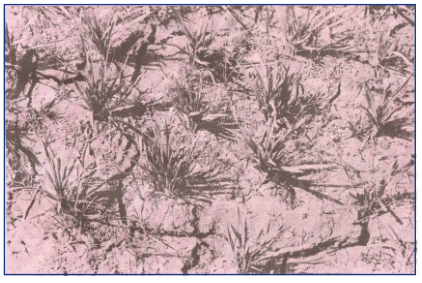

তীব্র খরা কবলিত ধান ক্ষেত

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ক্ষতির প্রকৃতি, এলাকার মাটি বা ভূ-প্রকৃতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্হার আলোকে জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী ফসল চাষের বিবরণ:

মৌসুম	করণীয়
আউশ	উফশী রোপা আউশ যেমন: বিআর৩, বিআর২০, বিআর২৬, ব্রি ধান২৭, ব্রি ধান৪৮ ও ব্রি ধান৫৫-এর এক মাস বয়সী চারা বৈশাখ মাসের মধ্যে রোপণ করতে হবে।
আমন	নাবী-আমন জাত যেমন: বিআর২২, বিআর২৩ ও ব্রি ধান৪৬ -এর এক মাসের অধিক বয়সী চারা ভাদ্র আশ্বিন মাসের মধ্যে রোপণ করতে হবে।

ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা

কালবৈশাখী ও শিলা বৃষ্টিতে করণীয়

- কালবৈশাখী, ঝড়/শিলাবৃষ্টিতে বোরো ধান ক্ষতিগ্রস্ত হলে দ্রুত আউশ ধান বা সবুজ সার প্রয়োগ করার পর রোপা আমন ধান চাষ করতে হবে। এতে অধিক ফসল নিশ্চিত করে বোরোর ক্ষয়ক্ষতি আংশিক পূরণ করা যেতে পারে।
- এ অবস্থায় স্বল্প জীবনকালীন উফশী ধানের জাত আবাদ করা যেতে পারে।

শিলা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ধান

মন্তব্য

দুর্যোগ ও দুর্যোগব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd